দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 MAY 1988 ...
পৃষ্ঠা: ১ কলাম ৮

শুধু থানা সদরেই এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রঃ নীতিগত সিদ্ধান্ত

রেজানুর রহমান ॥ পরীক্ষার হলে অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিরোধ ও নকল প্রবণতা দূর করার লক্ষ্যে আগামী বছর হইতে থানা সদরের বাহিরে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। গতকাল (রবিবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় চলতি এসএসসি পরীক্ষার সার্বিক দিক পর্যালোচনা করিয়া নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আগামী বছর হইতে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র শুধু থানা সদরেই থাকিবে– থানা সদরের বাহিরে নয়। তবে থানা সদরে এক বা একাধিক কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতে পারে। নকলের দায়ে অভিযুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা এলাকা ভিত্তিক কোন প্রভাব কাজে আসিবে না। সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

একটি সূত্র জানায়, গতকাল বিকালে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

নীতিগত সিদ্ধান্ত

(প্রথম পৃঃ পর)

এই সভা শুরু হইলে ইতিপূর্বে ইত্তেফাকে 'প্রতি থানায় একটিমাত্র এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র নকল প্রবণতা হ্রাস করিবে' এই শিরোনামে প্রকাশিত একটি বিশেষ রিপোর্ট গুরুত্বের সহিত আলোচিত হয়। সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এখন হইতে কোন চাপের মুখে থানা সদরের বাহিরে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি দেওয়া ঠিক হইবে না। শুধুমাত্র থানা সদরেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার ফলে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকল মহলের আরও বেশী সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। সভায় দূর-দূরান্ত হইতে থানা সদরে পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীদের বাসস্থান অর্থাৎ থাকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করিয়া বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। সরকারী বেসরকারীভাবে থানা সদরে ডরমেটরী নির্মাণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। বিভিন্ন বোর্ডও এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে। পরীক্ষার সময় ছাড়া ডরমেটরীসমূহ বাণিজ্যিকভাবে সভা, সেমিনারের জন্য ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এখন হইতে পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রবণতার দায়ে কোন কেন্দ্র বাতিল করা হইলে উক্ত কেন্দ্রের জন্য 'অনির্দিষ্টকাল' কথাটি ব্যবহার করা হইবে না। কেন্দ্র বাতিলের সময়সীমা ৩ হইতে ৫ বছর নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। সভায় চলতি এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ডের কন্ট্রোলরুমসমূহের কর্মদক্ষতার সমালোচনা করিয়া বলা হয়, অধিকাংশ বোর্ডের কন্ট্রোলরুম প্রচার মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহিত সমন্বয় রক্ষা করে নাই। আগামীতে বোর্ডসমূহের কন্ট্রোল রুমকে সচল করার লক্ষ্যে পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলরুম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। সভায় ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র ও বাংলায় উভয় পত্রের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি উত্থাপিত হইলে এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় নাই। একটি সূত্র জানায়, সারাদেশে নূতন করিয়া পরীক্ষা গ্রহণের কোন সম্ভাবনা নাই।